بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৫ই নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআ'র খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে হুদায়বিয়া সন্ধির ঘটনা উল্লেখ করেন এবং পরিশেষে দুজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে হুদায়বিয়া সন্ধির ঘটনা বর্ণনা শুরু করব। ৬ষ্ঠ হিজরীর যুল ক্বাদা মোতাবেক ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনা ঘটে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা একটি পূর্ণাঙ্গীন সূরা '**সূরা আল্ ফাতাহ্**' অবতীর্ণ করেছেন। একে হুদায়বিয়ার যুদ্ধাভিযানও বলা হয়ে থাকে। হুদায়বিয়া একটি কূপের নাম ছিল, যার নামে এ ঘটনার নামকরণ করা হয়, কিন্তু সেখানে কোনো মানুষের বসবাস ছিল না। এ স্থানটি মক্কা থেকে ৯ মাইল দূরে অবস্থিত আর যেহেতু মক্কা থেকে মদীনার দূরত্ব ২৫০ মাইল তাই মদীনা থেকে এর দূরত্ব হবে ২৪১ মাইল। এখানেই মুসলমান ও কুরাইশের মাঝে এক ঐতিহাসিক সন্ধি সম্পাদিত হয়েছিল, যেটি হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে সুপরিচিত।

এই অভিযানের কারণ সম্পর্কে ইতিহাস এবং বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, মহানবী (সা.)-কে স্বপ্নে দেখানো হয় যে, **তিনি তাঁর সাহাবীদের সাথে নিয়ে নিরাপদে মাথা মুণ্ডন করা অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করছেন এবং বায়তুল্লায় প্রবেশ করে সেখানকার চাবি গ্রহণ করছেন আর আরাফাতে অবস্থানকারীদের সাথে অবস্থান করছেন।** এই স্বপ্ন দেখার পর মহানবী (সা.) আরব ও মরুবাসীদের সাথে নিয়ে উমরাহ্ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন। এ সফরে খাপবদ্ধ তরবারি ছাড়া মুসলমানরা আর কোনো যুদ্ধাস্ত্র সাথে নেয় নি যেন কুরাইশরা এটিকে যুদ্ধাভিযান মনে না করে। বলা বাহুল্য, তৎকালীন সময়ে বাড়ি থেকে বের হলেই মানুষ একটি তরবারি সাথে রাখত; তাই এটিকে কোনোভাবেই যুদ্ধের প্রস্তুতি বলা যায় না।

হুদায়বিয়ার সন্ধিতে মুসলমানদের সংখ্যা কত ছিল সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। বিভিন্ন রেওয়ায়েতে ১০০০ থেকে ১৭০০ পর্যন্ত সংখ্যার উল্লেখ পাওয়া যায়। যাত্রার পূর্বেই আসলামী (রা.)-কে কুরবানীর পশুগুলোকে যুল হুলায়ফায় নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। মহানবী (সা.) আব্দুল্লাহ্ বিন উম্মে মাকতুম (রা.)-কে মদীনায় ইমাম নিযুক্ত করেন। এ সফরে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.) তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। মহানবী (সা.) প্রথমে যুল হুলায়ফায় পৌঁছেন এবং সেখানে যোহরের নামায আদায় করেন। এরপর কুরবানীর জন্য নির্ধারিত পশুর গলায় মালা পড়ান। অন্যান্য মুসলমানও তাদের পশুর গলায় মালা পড়িয়ে দেন। মুসলমানদের কাছে সর্বমোট ৭০টি কুরবানীর পশু এবং বাহন হিসেবে ২০০টি ঘোড়া ছিল। মহানবী (সা.) সেখানে ইহরাম বেঁধে বায়তুল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং ২০জন সাহাবীর একটি দলকে কুরাইশদের গতিবিধি সম্পর্কে অবগত হতে অগ্রে প্রেরণ করেন। **রওয়াহা** নামক স্থানে পৌঁছে তিনি (সা.) জানতে পারেন, কিছু মুশরিক লোহিত সাগরের তীরে অবস্থান করছে যারা মুসলমানদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করতে পারে। অতঃপর তিনি (সা.) হযরত আবু কাতাদা আনসারী(রা.)-র নেতৃত্বে সাহাবীদের আরেকটি দল প্রেরণ করেন।

এ সফরে বেশ কিছু নিদর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায়। পথিমধ্যে একবার মুসলমানদের পানি ফুরিয়ে গিয়েছিল। মহানবী (সা.)-এর সামনে একটি পানির পাত্র ছিল যেখান থেকে তিনি পানি পান করতেন। সাহাবীরা বলেন, আপনার পাত্রের পানিটুকু ছাড়া আমাদের কাছে আর কোনো পানি নেই। **এরপর মহানবী (সা.) সেই পাত্রে হাত রেখে দোয়া করেন। এতে করে তাঁর আঙ্গুল থেকে পানির ফোয়ারা নির্গত হতে আরম্ভ করে; সাহাবীরা তৃপ্তি সহকারে সেই পানি পান করেন, তা দিয়ে ওযূ করেন এবং প্রয়োজন অনুসারে প্রত্যেকে তা থেকে নিজেদের পাত্র ভরে নিয়ে যান তবুও সেই পাত্রের পানি একটুও কমে নি।**

যদিও কুরাইশরা জানত যে, মুসলমানরা যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হচ্ছে না, বরং উমরাহ্ পালনের উদ্দেশ্যে আসছে তথাপি তারা ৮০০০ সৈন্যসহ মুসলমানদেরকে মক্কায় প্রবেশে বাঁধা দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হয়ে সম্মুখে অগ্রসর হয়। মহানবী (সা.)-কে যখন এ বিষয়ে অবগত করা হয় যে, কুরাইশরা আপনার সাথে লড়াই করতে প্রস্তুত হয়েছে তখন তিনি (সা.) সাহাবীদের কাছে পরামর্শ আহ্বান করেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আপনি বায়তুল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন, কাউকে মারার বা কারো সাথে লড়াই করার উদ্দেশ্যে বের হন নি। অতএব আপনি সফর অব্যাহত রাখুন; যারা আমাদেরকে বাঁধা দিবে তাদের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করব। হযরত মিকদাদ (রা.) বলেন, **আমরা আপনাকে বনী ইসরাঈলের ন্যায় সে কথা বলব না যা তারা মূসা (আ.)-কে বলেছিল, অর্থাৎ আপনি ও আপনার প্রভু গিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করুন আর আমরা এখানেই বসে আছি, বরং আপনি অগ্রসর হোন এবং যুদ্ধ করুন, আমরাও আপনার সাথে যুদ্ধ করব।**

মক্কাবাসীরা মুসলমানদেরকে দেখে জিজ্ঞেস করে, তোমাদেরকে এখানে আসার অনুমতি কে দিয়েছে? মুসলমানরা বলে, এ স্থানটি তোমাদের এবং আমাদের উভয়ের জন্য কল্যাণমণ্ডিত। আমরা কেবল এটি যিয়ারতের উদ্দেশ্যে এসেছি, লড়াইয়ের জন্য নয়।প্রত্যুত্তরে তারা বলে, অন্য সকল জাতিকে কাবা প্রদক্ষিণের অনুমতি দিলেও আমরা তোমাদেরকে দিতে পারি না, কেননা এতে করে আরববিশ্বে আমাদের নাক কাটা যাবে। যাহোক, আবু সুফিয়ান ২০০ সৈন্য নিয়ে মুসলমানদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে যায়। একথা শুনে মহানবী (সা.) সাহাবীদের নিয়ে যে পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছিলেন সেই পথ পরিত্যাগ করে অন্য আরেকটি দুর্গম পথ ধরে হুদায়বিয়ায় এসে উপস্থিত হন। তিনি (সা.) যখন হুদায়বিয়ার কাছে পৌঁছেন তখন উট থেমে যায়। সাহাবীরা বলেন, উটনী তো বসে পড়েছে। তিনি (সা.) বলেন, এ উটনী বসে যাওয়ার পাত্র নয়, বরং এটি খোদা তা'লার সিদ্ধান্ত যে, তিনি একে এখানেই থামিয়ে দিয়েছেন।

মুসলমানরা একটি চৌবাচ্চার কাছে শিবির স্থাপন করেছিল যার পানি অল্প সময়েই শেষ হয়ে যায়। অতঃপর মহানবী (সা.) **হযরত নাজিয়া বিন আ'জম (রা.)-কে ডেকে পাঠান এবং নিজের তূণ থেকে একটি তির বের করে তার হাতে দেন এবং একটি বালতি দিয়ে ঝর্ণার পানি আনতে বলেন। এরপর তিনি সেই পানি দিয়ে ওযূ করেন এবং কুলির পানি সেই বালতিতে ফেলে বলেন, এটি চৌবাচ্চায় ঢেলে দাও এবং সেখানেই তিরটি গেঁথে দাও। এরপর এমনটিই করা হয় যার ফলে সর্বত্র পানি উপচে পড়ে আর চৌবাচ্চা পানিতে কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়, যেখান থেকে মানুষ ইচ্ছেমত পানি নিতে থাকে।**

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বলেন, সে রাতে বৃষ্টিও হয়েছিল। এর ফলে মাঠ পানিতে টইটম্বুর হয়ে গিয়েছিল। মহানবী (সা.) বলেন, **তোমরা কি জানো, খোদা তা'লা এর মাধ্যমে কী ইরশাদ করেছেন? আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আজ সকাল আমার কতক বান্দা প্রকৃত ঈমানের সাথে অতিবাহিত করেছে আর কতক কুফরী অবস্থায়। কেননা যারা এ কথা বলেছে যে, খোদার কৃপায় আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে তারা ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত আর যারা বলেছে, অমুক তারকার প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে তারা খোদাকে অস্বীকার করেছে**। অতঃপর হুযূর (আই.) বলেন, হুদায়বিয়া সন্ধির ঘটনার আরও কিছু অংশ বাকি আছে যা আগামীতে উল্লেখ করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

পরিশেষে হুযূর (আই.) একজন শহীদ ও আরেকজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন। প্রথম স্মৃতিচারণটি হলো, বাংলাদেশের আহমদনগর নিবাসী আব্দুল ওয়াহাব সাহেবের পুত্র **স্নেহের শাহরিয়ার রাকীন সাহেবের**। গত ৫ই আগষ্ট সরকার পতনের পর দেশে অরাজকতা শুরু হয়। এ সুযোগে আহমদী বিরোধীরা আহমদনগর জামা'তে আক্রমণ করে। আহমদীদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয় এরপর জামেয়া আহমদীয়া ও জলসাগাহের দিকে আসে। এরপর জলসাগাহে প্রবেশ করে সেখানে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ১৫জন খাদেমকে ঘিরে ফেলে এবং বেধরক মারধর করতে থাকে। তাদের মাঝে শাহরিয়ার রাকীনও ছিল। সে তার মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে তিন মাস চিকিৎসাধীন থাকার পর গত ৮ই নভেম্বর ১৬বছর বয়সে শাহাদত বরণ করে, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। স্নেহের শাহরিয়ার একজন ওয়াকফেনও ছিল এবং আতফালুল আহমদীয়ার সেক্রেটারী মাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিল। শহীদ তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে পিতামাতা ছাড়াও দাদা-দাদি, এক বোন এবং দুই ভাই রেখে গেছে। শৈশব থেকেই নামায ও ইবাদতগুযার এবং জামা'তের কাজকর্মে গভীর আগ্রহ রাখত। তাকে প্রথমে পড়াশোনার কথা বলে পরবর্তীতে জামা'তের কাজে অংশ নেয়ার জন্য বলা হলে সে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করত। আহমদনগরে কোনো ইজতেমা বা জলসা হলে সর্বাগ্রে বাড়ি থেকে বের হয়ে ডিউটি দিতে চলে যেত। সে তার বড় ভাইয়ের ন্যায় জামেয়াতে ভর্তির প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তার মা পূর্বেই স্বপ্নে তার শাহাদতের ব্যাপারে ইঙ্গিত লাভ করেছিলেন। ২০২২ সালে আহমদনগর জলসায় শাহাদত বরণকারী ইঞ্জিনিয়ার শহীদ জাহিদ হাসানের স্মৃতিচারণ শুনে সে বলেছিল, আমিও যদি শহীদ হতাম তাহলে আজ হুযূর আমারও স্মৃতিচারণ করতেন! অনুরূপভাবে গত বছর জলসায় শহীদ জাহিদ হাসানের প্রদর্শনী দেখেও সে বলেছিল, হায়! যদি জাহিদ ভাইয়ের মতো আমিও শহীদ হতাম তাহলে আমার ছবিও এখানে টাঙ্গানো হতো এবং খুতবায় আমার স্মৃতিচারণ হতো। হুযূর (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তার বাসনা পূর্ণ করেছেন।

দ্বিতীযত, হুযূর (আই.) ফিলিস্তিনের **আব্দুল্লাহ্ আসাদ ওদে** সাহেবের স্মৃতিচারণ করেন যিনি সম্প্রতি ৯৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। তিনি তার জামা'তের জেনারেল সেক্রেটারী, সেক্রেটারী তা'লীম ও তরবীয়ত, উমুরে খারিজিয়া ছাড়াও মজলিস আনসারুল্লার সদর হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। অতঃপর হুযূর (আই.) দুজন মরহুমের আত্মার মাগফিরাত এবং তাদের পদমর্যাদার উন্নতির জন্য দোয়া করেন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে

পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)